যুগান্তর

তারিখ ... 2 FEB 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষা সুসমন্বিত করা এবং চিকিৎসা সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হইয়াছে। সরকার পরিচালিত সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কাজ করিবে। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সভাপতিত্বে বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ প্রত্যাশিত। প্রতিষ্ঠানটি যেন নির্ধারিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারে, সেই জন্য আনুষঙ্গিক সকল সুবিধা প্রদান করিতে হইবে। সাম্প্রতিক বৎসরগুলিতে চিকিৎসা সুবিধার যথেষ্ট প্রসার ঘটিয়াছে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের উদ্যোক্তাদের অবদানও উল্লেখযোগ্য। বেসরকারি উদ্যোগে কয়েকটি মেডিকেল কলেজের পাশাপাশি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকেও জাতীয় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনিবার বিষয়টি বিবেচনায় লইতে হইবে। তবে বেসরকারি উদ্যোগে স্থাপিত সকল কলেজকে কোনভাবেই উপযুক্ত মানসম্পন্ন বলা যাইবে না। উপযুক্ত শিক্ষক এবং পর্যাপ্ত হাসপাতাল সুবিধা ছাড়াই এই সকল প্রতিষ্ঠান চলিতেছে। বইপত্র ও ম্যাগাজিনসহ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও চিকিৎসা উপকরণের অভাব প্রকট। অনেক কলেজের সঙ্গে প্রয়োজনীয় শয্যাসহ হাসপাতাল সংযুক্ত নাই। এই সকল কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিশেষভাবে হাতে কলমে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আন্তর্জাতিকভাবেও এই সকল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রির স্বীকৃতি অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইতেছে। অর্থ উপার্জন যেহেতু এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সেই কারণে প্রয়োজনীয় ভর্তির যোগ্যতা না থাকিলেও অর্থের জোরে এই সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া যায়। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ শিক্ষা না পাইলে ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি হয় যথেষ্ট। চাকুরি পাইতে সমস্যা হয়। দেশও দক্ষ জনশক্তি হইতে বঞ্চিত হয়। চিকিৎসা শিক্ষায় ঘাটতি থাকিলে উহার পরিণতি হয় আরও মারাত্মক। অপর্যাপ্ত বা ভুল শিক্ষা মানুষের প্রাণহানির কারণ হইতে পারে। চিকিৎসায় অভিন্ন মান নিশ্চিত করিবার জন্য এই সকল বিষয়ে জরুরি মনোযোগ আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি।

সরকারি হাসপাতালগুলির চিকিৎসা সেবাও মোটেই সন্তোষজনক নয়। অনেক চিকিৎসক এই সকল প্রতিষ্ঠানে রোগীদের সেবা প্রদানের পরিবর্তে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও ক্লিনিক লইয়া বেশি ব্যস্ত থাকেন। সরকারি হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধাকে অনেক চিকিৎসক ব্যক্তিগত ক্লিনিকের জন্য নিয়ম বিহর্ভূতভাবে ব্যবহার করেন বলিয়াও অভিযোগ রহিয়াছে। বুধবারের বৈঠকে সরকারি হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন-পরিচ্ছন্নতার কাজ, নিরাপত্তা, খাদ্য সরবরাহ, লন্ড্রি সেবা প্রভৃতি পর্যায়ক্রমে বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতি ও অনিয়ম অনেকটাই দূর করা সম্ভব হইবে। ভোগান্তিও কমিবে। চিকিৎসক এবং অন্যান্য হাসপাতাল স্টাফ যাহাতে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন, উহা নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ। নতুবা হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলির যত মানোন্নয়নই করা হউক না কেন, সাধারণ মানুষ উহার সুফল হইতে বঞ্চিত থাকিবে। প্রাইভেট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে অর্থের বিনিময়ে সেবা পাওয়া যায়। কিন্তু এই গুলি তো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নাগালের বাহিরে। ব্যবসায়ের লক্ষ্যেই এই সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে এবং এই ক্ষেত্রে সরকারের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দরিদ্র মানুষের চিকিৎসার জন্য তাহাদের কিছু না কিছু অবদান রাখা প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সরকার, বেসরকারি উদ্যোক্তা এবং বিএমএ যৌথভাবে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারে।